১২-০৪-১৭ প্রাত:-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার স্মরণে থাকা -- এ হল খুবই মিষ্টি প্রসাদ, যা তোমরা অন্যের মধ্যেও ভাগ করে বা বিলিয়ে দিতে থাকো, অর্থাত্ আল্লা এবং তাঁর বাদশাহীর পরিচয় সকলকে দিতে থাকো ।"

প্রশ্ন :- "বাবার স্থায়ী স্মরণ" - এর সহজ বিধি কি ?

উত্তর :- যদি বাবার স্থায়ী স্মরণে থাকতে হয় তাহলে দেহের সঙ্গে সঙ্গে দেহের সমস্ত সম্বন্ধকে ভুলে যাও । চলতে-ফিরতে বা উঠতে বসতে বাবার স্মরণে থাকার অভ্যাস করো । যদি যোগে বসে তোমাদের কোনো লাল বাতির কথাও মনে আসে তাহলেও তোমাদের যোগ ভঙ্গ হবে । স্থায়ী স্মরণে থাকতেই পারবে না । যদি কেউ বলে, বিশেষ কোনো একজন বসেই যোগ করাবে তাহলেও তার যোগ লাগবে না ।

গীত :- হে রাতের পথিক, ভয় পেয়ো না , ভোর হতে খুব বেশী দেরী নেই .....

*ওম্ শান্তি । এখন এ হল যোগের কথা। কেননা এখন হল রাতের সময় । কলিযুগকে রাত বলা হয় আর সত্যযুগকে বলা হয় দিন । তোমরা এখন কলিযুগরূপী রাতকে ভুলে সত্যযুগী দিনের দিকে যাচ্ছ। তাই তোমরা রাতকে ভুলে দিনকে স্মরণ করো । নরক থেকে তোমাদের বুদ্ধিকে সরিয়ে নিতে হবে । তোমাদের বুদ্ধি বলে এ হল নরক, অন্য কারোর বুদ্ধি এই কথা বলে না । এই বুদ্ধি থাকে আত্মার মধ্যে । আত্মা এখন এই কথা জেনে গেছে যে বাবা এসেছেন আমাদের রাত থেকে দিনের আলোয় নিয়ে যেতে । বাবা বলেন যে হে আত্মারা তোমাদের স্বর্গে যেতে হবে । কিন্তু তার জন্য প্রথমে শান্তিধামে গিয়ে তারপর স্বর্গে আসতে হবে । যেহেতু তোমরা যোগী তাই প্রথমে তোমরা নিজের ঘরে যাবে তারপর রাজধানীতে যাবে । এখন মৃত্যুলোক অর্থাত্ রাত সম্পূর্ণ হওয়ার সময় হয়েছে । এখন দিনের আলোয় যেতে হবে, তাকেই ঈশ্বরীয় যোগ বলা হয় । নিরাকার ঈশ্বর আমাদের যোগ শেখান অথবা আমাদের আত্মাদের বাগদান করান । এ হলো রুহানী যোগ আর দুনিয়ার মানুষের হল দেহের যোগ । বাচ্চারা তোমাদের কিন্তু এক জায়গায় বসে যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই । দুনিয়ার মানুষ তো নিজেরা যেভাবে বসে অন্যদেরও সেভাবেই বসিয়ে যোগ শেখায় । এখানে কিন্তু তোমাদের বসার অভ্যাস শেখানো হয় না । হ্যাঁ, কোনো সভায় গেলে তোমাদের বিশেষ ভাবে বসার কথা বলা হয় । বাকি যোগে যেমন ভাবে চাও বসতে পারো। চলতে, ফিরতে এমনকি শুয়েও যোগ করতে পারো । যারা শিল্পী তারা যোগে থেকেই চিত্র বানাতে পারে । শিববাবা যাঁর সঙ্গে তারা যোগ লাগায় তাঁরই চিত্র বানায় । তারা জানে যে ইনি আমাদের নিরাকারী বাবা যিনি পরমধামে থাকেন । আমরাও হলাম সেখানকার অধিবাসী । আমরা আত্মাদের সেখানেই ফিরে যেতে হবে, চলতে ফিরতে এই কথাই আমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । এমন নয় যে আমাকে তপস্যায় বসাও, যোগ করাও -- এমন বলাটাও ভুল । মোটা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই এমন বলবে থাকে । বাচ্চারা কি তাদের লৌকিক বাবাকে বসে স্মরণ করে কখনো ? সবসময়ই তারা "বাবা বাবা" করতেই থাকে, কখনোই ভোলে না । ছোটো ছোটো বাচ্চারা আরো বেশী করে মনে করে । তাদের মুখে বাবা নাম লেগেই থাকে । এখানে তোমরা পারলৌকিক বাবাকে কি করে ভুলে যাও ? বাবার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ কি করে কেটে যায় ? তোমাদের মুখে কেবল বাবা-বাবা বলতে হবে না । আত্মারা জানে বাবাকেই স্মরণ করতে হবে ।

কেবল যদি বসেই যোগ করার অভ্যাস করো তাহলে যোগ সিদ্ধ হবে না । এই ঈশ্বরীয় যোগ কেবলমাত্র ঈশ্বরই তোমাদের শেখাচ্ছেন । তোমরা তো বাবাকে যোগেশ্বর বলে থাকো । তোমাদের তো ঈশ্বরই যোগ শিখিয়েছেন যে আমিই তোমাদের বাবা, আমাকেই তোমরা স্মরণ করো । এমন নয় যে যখন তোমাদের দিদি তোমাদের যোগে বসাবেন তখনই তোমাদের আনন্দ হবে । যে এমন ভাববে তার যোগ কখনোই স্থায়ী হবে না । ভাবো, কখনো যদি হার্টফেলের সমস্যা হয় তখন কি কেউ যোগে বসাবে ? এ তো বুদ্ধি দিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । মানুষ যে যোগ শেখায় তা ভুল । এই দুনিয়াতে এখন কোনো যোগী নেই । এমনিতে তোমরা যদি কাউকে স্মরণ করো তাও একধরনের যোগ । কারো আম ভালো লাগে তাহলে তার সাথে যোগ লাগে, আবার লালবাতি যদি ভালো লাগে বা স্মরণে আসে তাহলে তার সাথে যোগ হল । কিন্তু এখানে তো দেহের সঙ্গে সঙ্গে দেহের যতো সম্বন্ধ আছে সকলকে ভুলে এক শিববাবার সাথে যোগ লাগাও তাহলেই তোমাদের কল্যাণ হবে এবং তোমরা বিকর্মজীত হতে পারবে । বাবা এসেই তোমাদের সদ্গতির রাস্তা বলেন । বাবা ছাড়া আর কেউই তোমাদের সদ্গতি দিতে পারবে না । বাকি সবাই তোমাদের দুর্গতির পথে পৌঁছে দেবার মতদাতা -- মনুষ্য মত । নিরাকার বাবা এসেই আমাদের সদ্গতি দেন তারপর অর্ধেক কল্প আমরা সদ্গতিতেই থাকি । সেই সময় আমরা ভগবানের সাথে মিলনের জন্য বা মুক্তি-জীবনমুক্তি পাওয়ার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াই না । যখন আবার রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখনই আমরা দ্বারে দ্বারে ঘুরতে শুরু করি কারণ আমরা তখন নামতে থাকি । ভক্তিও তো তখন শুরু হতে হবে । তোমরা জানো যে এখন আমরা এই শরীর ছেড়ে শিবালয়ে যাবো । সত্যযুগ হল বেহদের শিবালয় । এখন হল বেশ্যালয় তুল্য । এই কথাও স্মরণ করতে হবে । শিববাবাকে যদি স্মরণ না করে তবে সে যোগী নয় , ভোগী হয়ে যাবে । তোমরা যদি কাউকে এই কথা শোনার জন্য বলো তাহলে তারা মাত্র দুটো কথা শুনবে । *এখন এই দুটো কথাই খুব মূল্যবান । "মনমনাভব" আর "মধ্যাজীভব" । আমাকে স্মরণ করো আর আমার বর্সা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করো । এই দুটি কথা থেকেই মুক্তি আর জীবনমুক্তি পাওয়া যায়* । বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করলে নিরোগী হবে আর চক্রকে স্মরণ করলে ধনবান হতে পারবে । এই দুটি কথা থেকেই তোমরা সবসময়ের জন্য সুস্থ আর চিরদিনের জন্য সম্পত্তিবান হতে পারো । যদি সঠিক কথা হয় তাহলে সেই কথায় তোমাদের চলা উচিত নাহলে ভাববে এরা মোটা বুদ্ধির । আল্লা এবং বাদশাহী -- এই হল দুটি কথা । অল্ফ হল আল্লা আর বে হল তার রচনা বা বাদশাহী । তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বাদশাহী বা রাজত্ব পায় আবার কেউ কেউ প্রজার জীবন পায় । বাচ্চারা তোমাদের পোতামেল রাখতে হবে যে সারাদিনে কতটা সময় বাবা আর তাঁর বর্সা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করেছ । এই শ্রীমত বাবা-ই তোমাদের দিয়ে থাকেন । আত্মাদের বাবা-ই শেখান । মানুষ টাকার জন্য কত মাথা খুঁটে মরে । এই অর্থ তো ব্রহ্মা বাবার কাছেও অনেক ছিল । যখন দেখলেন যে আল্লা অর্থাত্ ঈশ্বরের থেকে বাদশাহী পাওয়া যায় তখন এই অর্থ কি হবে ? তাহলে কেন আমরা এই অর্থ ঈশ্বরকে অর্পণ করে তাঁর থেকে বাদশাহী নেবো না । ব্রহ্মাবাবা এর উপর একটি গানও বানিয়েছিলেন .....*প্রথমে আল্লা বা ঈশ্বর পেয়েছি তারপর তাঁর বাদশাহী .....*সেই সময় বুদ্ধিতে এসেছিল যে আমাকে তো বিষ্ণু চতুর্ভুজ বানিয়েছেন তাহলে এই অর্থ দিয়ে কি করবো । বাবা বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন । সাকার ব্রহ্মাবাবাও একসময় অর্থ রোজগারে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু যখন এই রাজত্ব পাবেন তখন এই গাধার মতো বোঝা কেন বইবেন । তবুও বাবা কিন্তু উপোস করে থাকেন নি । বাবার কাছে যেই যেত বাবা তার খুব ভালোভাবে দেখাশোনা করতেন । তারা হয়তো বাড়িতে না খেয়ে থাকত । এখানে যারা শ্রীমতে চলে বাবা তাদের সাহায্য করেন । বাবা বলেন সবাইকে পথ দেখাও যে বেহদের বাবাকে স্মরণ করো আর এই

সৃষ্টিচক্রের জ্ঞানকে স্মরণে আনো তাহলে তোমাদের জীবন তরী পার হয়ে যাবে । কান্ডারী এখন স্বয়ং এসেছেন তোমাদের জীবন তরণী পার করতে । তাই তো মানুষ এই গান গায় ....পতিত পাবন , কান্ডারী কিন্তু কাকে স্মরণ করে তা কেউই জানে না কারণ তারা ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে । এক শিবের ছবিকেই ভগবান বলা হয় । তাহলে লক্ষ্মী-নারায়ণ বা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে কেন ভগবান বলা হয় । সবাই যদি বাবা হয়ে যায় তাহলে বর্সা বা সম্পত্তি কে দেবে । ঈশ্বর সর্বব্যাপী বললে কে দাতা আর কে গ্রহীতা হবে । লেখা আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা । ওপরে শিব রয়েছেন । শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা দেবতা বানান তাই ব্রহ্মাও দেবতাই হবে । এই কাজ একমাত্র বাবার । তাঁরই এই মহিমা যে "এক ওঁকার .....অকালমূরত। আত্মাই হল অকালমূর্ত অর্থাত্ যাকে কাল গ্রাস করতে পারে না তাই শিব বাবাও অকালমূর্ত । শরীর তো সকলেরই শেষ হয়ে যায় । আত্মাকে কখনো কাল গ্রাস করতে পারে না । সত্যযুগে কখনো অকালে মৃত্যু হয় না । ওখানে সবাই ভাবে যে আমাদের এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিতে হবে । স্বর্গে থাকলে পুনর্জন্ম নিশ্চয় স্বর্গেই হবে । এখানে সবাই নরকবাসী । মানুষ বলে যে উনি স্বর্গে গেছেন , তাহলে অবশ্যই আগে নরকে ছিলেন । এতো সহজ কথাও বুঝতে পারে না । সন্ন্যাসীরাও জানে না । তারা তো বলে যে জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে । ভারতবাসী ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে । গৃহস্থীরা ভক্ত হয় কারণ ভক্তি প্রবৃত্তি মার্গের লোকেদের জন্য হয় । তারা হলো তত্বের জ্ঞানী । তারা ভাবে যে আমরা তত্বের সাথে যোগ লাগিয়ে সেখানেই লীন হয়ে যাবো ।তারা তো মানে যে আত্মাও বিনাশী । সত্য কখনো বলা যায় না । সত্য হলো এক পরমাত্মা । তোমরা এখন সেই সত্য সঙ্গ করছো তাই বাকি সকলই মিথ্যা । কলিযুগে সত্য বলা কোনো মানুষই নেই । রচয়িতা আর রচনার সম্বন্ধে কেউই সত্য কথা বলতে পারে না । বাবা বলেন যে, এখন আমি তোমাদের সব শাস্ত্রের সার বলছি । মুখ্য যে গীতা শাস্ত্র সেখানেই পরমাত্মার বদলে মানুষের (কৃষ্ণের) নাম দিয়ে দিয়েছে , মানুষ জানে যে কৃষ্ণ এখন কালো হয়ে গেছে । এখন কৃষ্ণেরও এমন ছবি বানানো উচিত যাতে মানুষ বুঝতে পারে । দু ধরনের রং দেওয়া উচিত । একদিকে কালো বর্ণ অন্যদিকে গৌর বর্ণ। তারপর এই ছবি দেখিয়ে বোঝানো উচিত যে কাম চিতায় বসলে এমন কালো হয়ে যায় । আবার জ্ঞান চিতায় বসে গৌর বর্ণ হয়ে যায় । নিবৃত্তি আর প্রবৃত্তি এই দুই ধরনের মার্গই দেখাতে হবে । লৌহ যুগের পর গোল্ডেন বা স্বর্ণ যুগ আসে । গোল্ডেনের পর সিলভার তারপর কপার যুগ আসে । আত্মা বলে প্রথমে আমি কাম চিতায় ছিলাম, এখন জ্ঞান চিতায় বসেছি । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা পতিত থেকে পরীস্থানী হচ্ছি । যোগে থেকে তোমরা যদি কোনো জিনিস তৈরী করো তাহলে সেই জিনিস খারাপ হয় না । বুদ্ধি ঠিক রাখলে বাবার সাহায্যও পাওয়া যায় । কিন্তু এও মুশকিল । বাবা বলেন যে আমিও ভুলে যাই । এ খুবই পিচ্ছিল খেলা । খুব অভ্যাসের প্রয়োজন । স্থায়ী স্মরণ থাকেই না । চলতে ফিরতে এই স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে । তোমরা বাথরুমে গিয়েও স্মরণ করতে পারো । এই স্মরণ থেকেই শক্তি পাওয়া যায় । এইসময় সত্যিকারের যোগ কেউই জানে না । বাবা ছাড়া যে কেউই যোগ লাগানো শেখাক সে সবই ভুল । ভগবান যখন যোগ শিখিয়েছিলেন তখন স্বর্গ তৈরী হয়েছিল । আবার মানুষ যখন যোগ শিখিয়েছিল তখন স্বর্গ থেকে নরক হয়ে গিয়েছিলো । *কোনো ভুল পদক্ষেপ যদি ফেলো তাহলেই বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যাবে* । ১০ থেকে ১৫ মিনিটও তোমরা বাবার স্মরণে থাকতে পারো না । নাহলে এই যোগ বুড়িদের জন্য, বাচ্চাদের জন্য বা রোগীদের জন্য খুবই সহজ । এ খুবই মধুর । বোবা হোক বা কালা তারাও ইশারাতেই বুঝতে পারে । বাবাকে স্মরণ করলেই বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যাবে । যে কেউ এলেই তাকে বলো আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব । বেহদের বাবা, স্বর্গের রচয়িতার থেকে কিভাবে সদা কালের জন্য স্বর্গের বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যাবে । এমন ছোটো

ছোটো চিরকুট বা পর্চা বিলানো উচিত । তোমাদের মনে অনেক উত্সাহ থাকা দরকার, যে কোনো ধর্মের লোকই আসুক না কেন আমরা এমনভাবে বোঝাবো । বাবা বলেন যে এই দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করো । আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা তখন আমার কাছে চলে আসবে । প্রথমে এই কথা নিশ্চিত করো তারপর দ্বিতীয় কথা,ততক্ষণ পর্যন্ত এগোনো যাবে না । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । এই হলো একনম্বর কথা । কেবল দুটোই অক্ষর অল্ফ (আল্লা)আর বে (বাদশাহী) অর্থাত্ বাবা আর তাঁর বর্সা বা সম্পত্তি । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা,বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের সবকিছু অল্ফ তথা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে বাদশাহী হতে হবে। পোতামেল রাখতে হবে, যাতে বোঝা যাবে যে আমরা বাবাকে আর তাঁর বর্সা বা সম্পত্তিকে কতটা সময় স্মরণ রাখি।

২) কোনো রকম বিপরীত পথে চলবে না। বাবাকে স্মরণ করার স্থায়ী অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- বাবার সাথে থাকার অনুভূতি নিয়ে পরিশ্রমকে ভালোবাসায় পরিবর্তনকারী পরমাত্মার স্নেহী হও (ভব)।

বাপদাদা বাচ্চাদেরকে নিজের স্নেহ এবং সহযোগিতার কোলে বসিয়ে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারা যদি কেবলমাত্র পরমাত্মার স্নেহী হয়ে তাঁর কোলের মধ্যে থাকো, তাহলে পরিশ্রম ভালোবাসায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে। লাভলীন হয়ে কার্য কর। বাপদাদা প্রতিটি মুহূর্তে সর্ব সম্বন্ধে তোমাদের সাথে আছেন। তিনি সেবাতে সাথী হন এবং স্থিতিতেও সাথ দেন । সকল সম্বন্ধে তিনি তোমাদের পাশে থাকার প্রতিজ্ঞা করেন, তোমরা কেবল পরমাত্মার স্নেহী হও আর যেমন সময় ঠিক তেমন সম্বন্ধের সঙ্গ অনুভব করো তো একা থাকার অনুভব হবে না।

স্লোগান:- স্ব-উন্নতি আর সেবার ভারসাম্যই হল সফলতার উপাদান।